তারিখ ..05 MAR 2016...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম...২.....

আমাদের সময়

ফেনীর সরকারি জিয়া মহিলা কলেজ

শিক্ষক ও ভবন সংকটে পাঠদান ব্যাহত

মুহাম্মদ আরিফুর রহমান, ফেনী ●

ফেনীর সরকারি জিয়া মহিলা কলেজে শিক্ষক ও একাডেমিক ভবন সংকটে মুখ থুবড়ে পড়েছে শিক্ষা কার্যক্রম। সীমিত সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ হওয়ায় ছাত্রীরা গাদাগাদি করে বসে, আর পেছনে দাঁড়িয়ে ক্লাস করছে। এর ফলে ছাত্রীরা প্রাইভেট শিক্ষকনির্ভর হচ্ছে, ফলও খারাপ করছে। গত বছরে এইচএসসি পরীক্ষায় ৮৫৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ফেল করে ২৮২ জন।

কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত জিয়া মহিলা কলেজের ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাশাপাশি স্নাতক, স্নাতক সম্মান ও স্নাতোকোত্তর কোর্স রয়েছে। ৪৩টি শিক্ষক পদ থাকলেও অর্ধেক পদই এখন শূন্য। অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের এক-দুটি করে পদ খালি থাকলেও প্রভাষকের ২৬টি পদের মধ্যে ১৬টিই শূন্য। এছাড়া তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির ১০টি পদের ৬টি শূন্য। গ্রন্থাগারিক ও প্রদর্শক পদও খালি। এছাড়া ক্রীড়া শিক্ষকের পদ একদমই নেই। বিজ্ঞান ভবন নামে একটি ভবনেই তিন হাজার শিক্ষার্থীর পাঠদান চলে।

শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ড. একেএম এমদাদুল হক জানান, কলেজের ছাত্রী নিবাসের অবস্থা খুবই নাজুক। একশ আসন থাকলেও সেখানে থাকতে হচ্ছে দড়শ ছাত্রীকে। প্রত্যেক কক্ষে ৪ জনের পরিবর্তে আছে আট থেকে দশজন করে।

কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ফাতেমা আফরোজ জানান, শিক্ষক সংকট ও একাডেমিক সংকটের কারণে ছাত্রীদের পড়ালেখায় চরম ক্ষতি হচ্ছে। পাঠদান ব্যাহত হওয়ার কারণে ফলাফলেও বিপর্যয় হচ্ছে। ক্লাস করতে না পারায় ছাত্রীরা প্রাইভেটনির্ভর হচ্ছে। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষক স্বল্পতার বিষয়টি জানানো হয়েছে।